দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 FEB 2008
পৃষ্ঠা 9

শিক্ষাখাতে দুর্নীতি : দুদকের পদক্ষেপ

শিক্ষাখাতে দুর্নীতির কথা কারো অজানা নেই। এখাতে আলোকিত মানুষেরা কাজ করেন, এ ধারণা নাকচ করে না দিয়েও বলা যায়, কিছু ব্যক্তি এমন আছেন বা থাকতে পারেন যারা নানামুখী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমান সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান থেকে যে কোন কারণেই হোক, শিক্ষাখাত এখনও বাইরে রয়েছে। গত রোববার এক অনুষ্ঠানে দুদক চেয়ারম্যান লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী শিক্ষাখাতে দুর্নীতির কথা স্বীকার করে বলেছেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে এখনই নয়। তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ কাজ শেষ হলে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। দুদক চেয়ারম্যানের অভিমত থেকে আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, শিক্ষাখাতে দুর্নীতির ব্যাপারে দুদক ওয়াকিবহাল আছে এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তুতিও দুদকের তরফে চলছে। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষাখাতে দুর্নীতির কথা শোনা যায়নি। বলাই হতো, সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হল শিক্ষাখাত। এই ধারণা ও বাস্তবতা এখন আর বহাল নেই। এখন বলা হয়, সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলোর একটি হল শিক্ষাখাত। বিভিন্ন সমীক্ষা ও রিপোর্টে এ কথার প্রতিফলন পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে জোট সরকারের পাঁচ বছরের শাসনকালে শিক্ষাখাতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতর থেকে শুরু করে উপজেলা শিক্ষা অফিস পর্যন্ত সর্বত্রই বেপরোয়া অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসন ওই সময় সম্পূর্ণভাবে দলীয়করণ করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেয়া হয়। তাদের আশ্রয় করে মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও শিক্ষা অফিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতিবাজদের সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। এই সিন্ডিকেটগুলো নির্বিচারে দুর্নীতি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। টাকা ছাড়া স্বাভাবিক নিয়মে কোন কাজ হয়, এই কথাটিই তখন সংশ্লিষ্টরা ভুলে যায়। এমপিওভুক্তিকে কেন্দ্র করে বাণিজ্য, নিয়োগ-বদলীর বাণিজ্য, প্রমোশন বাণিজ্য ইত্যাদি নানামুখী বাণিজ্যের একটা অবাধ অভয় ক্ষেত্রে পরিণত হয় শিক্ষাখাত। এমন তথ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যে, ওই সময় শুধুমাত্র এমপিওভুক্তিকে কেন্দ্র করে ৪৫০ কোটি টাকার বাণিজ্য হয়। আর একমুখী শিক্ষার নামে লোপাট হয় ৫০০ কোটি টাকা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাখাতে অনিয়ম-দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। শিক্ষাখাতের অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে সরকার কার্যকর কোন পদক্ষেপই নেয়নি। উচ্চ পদাধিকারীদের দু'চারজনকে সরিয়ে দেয়া হলেও জোট সরকারের আমলে যারা দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তাদের প্রায় সবাই-ই এখনও বহালতবিয়তে আছেন। যেসব সিন্ডিকেট ওই সময় অনিয়ম-দুর্নীতির হোতা হিসেবে কাজ করেছে, সেসব সিন্ডিকেটও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ভীতি-আশংকার কারণে দুর্নীতির মাত্রা হয়তো কিছুটা কমেছে কিন্তু বন্ধ হয়েছে, বলা যাবে না। এখনও অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে এবং সিন্ডিকেটগুলো ক্রমাগত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর থেকে শিক্ষা অফিসগুলো পর্যন্ত অনিময়-দুর্নীতির যে সয়লাব তখন সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে এই খাতকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা। এ পদক্ষেপ নেয়া হলে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি ও সিন্ডিকেটগুলো এখন নতুন করে মাথা তুলতে পারত না। বিলম্বে হলেও দুদক এদিকে নজর দিয়েছে, এটা অবশ্যই আশার কথা। শিক্ষা খাতের কোথায় কিভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়, কাদের কারণে হয় সেটা অনুপুঙ্খ তদন্ত-বিবেচনা শেষে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যে কোন দেশের জন্য, জাতির জন্য তার শিক্ষাখাত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব পর্যায়ে মানসম্পন্ন ও উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এই খাতের ওপর। সেই খাতে যদি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়া হয়, নিয়োগপ্রাপ্তরা যদি উপযুক্ত, শিক্ষিত ও নৈতিক মানসম্পন্ন না হন তাহলে শিক্ষার ভবিষ্যত কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষাখাতে নিয়োগ বাণিজ্য হবে, চাঁদাবাজি হবে, অবৈধ আর্থিক লেনদেন হবে; প্রকল্পের অর্থ লোপাট ও অপচয় হবে, যা হওয়ার তা হবে না, যা হওয়ার নয়, তা হবে– এটা কল্পনাও করা যায় না। অতীতে আমরা এই খাতে এসবই দেখেছি। এই বিবিধ অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে জড়িতদের নামের তালিকায় মন্ত্রী, সচিব, ডিজির নাম পর্যন্ত উঠে এসেছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে! আমরা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষাখাতে নিয়ম-শৃংখলা, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দেখতে চাই, দেখতে চাই দক্ষ, যোগ্য, সৎ, সজ্জন ব্যক্তিরা সেখানে কাজ করছেন। এই প্রত্যাশা বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষাখাতের দুর্নীতি নিয়ে আগাপাছতলা তদন্ত হতে হবে। কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে এবং এই খাতে নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও সততাকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুদক দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্ত করতে পারে এবং শনাক্তকৃত দুর্নীতিবাজদের আইনের হাওলায় তুলে দিতে পারে; কিন্তু শিক্ষা খাতকে ঢেলে সাজানোর এখতিয়ার তার নেই। এ কাজটি করতে হবে সরকারকে। এদিকে সরকার আশু দৃষ্টি দেবে, আমরা এটাই কামনা করি।